বসন্ত উৎসব হোলি উদযাপন উপলক্ষে ফ্যান্সিবাজারে জমে ওঠে রঙের উৎসব। বিভিন্ন রঙের আবির নিক্ষেপের মধ্যেই গানের তালে তালে নৃত্যরত সকলেই। সোমবারের ইউবি ছবি।

কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার বিশেষ বার্ষিক অধিবেশন

‘অনুবাদ সাহিত্য পুরস্কার’-এ সম্মানিত ড.পরমেশ দত্ত

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার দশম বিশেষ বার্ষিক অধিবেশন ২৩ এবং ২৪ মার্চ দুদিনের বিস্তৃত কার্মসূচিতে পাঞ্জাবাড়ি পঞ্চরত্ন শতদল সাহিত্য সভার আতিথ্যে বাঘরবরি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন উপলক্ষে ২৩ মার্চ বিকালে অনুষ্ঠিত হওয়া কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার প্রতিনিধি সভা উদ্বোধন করেন অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন আইন উপদেষ্টা ভূপেন শর্মা । ২৪ মার্চ সকালে অসম সাহিত্য সভার পতাকা উত্তোলন করেন কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার সভাপতি সবিতা দেবী । স্মৃতি তর্পণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা সাহিত্য সভার উপ-সভাপতি হরেশ্বর ডেকা। বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক তথা বিদ্যালয় পরিদর্শক দীপিকা চৌধুরী। দুপুরে বিভিন্ন উপ-

সমিতির দ্বারা পরিবেশিত ‘গীত-মাত-কথা’ শীর্ষক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন অসম সাহিত্য সভার রামধেনু উপ-সমিতির আহ্বায়ক অজিত প্রসাদ শর্মা। পাঞ্জাবাড়ি পঞ্চরত্ন শতদল সাহিত্য সভার দ্বারা আজীবন সভ্য পদ গ্রহণ করা শতাধিক লোককে প্রমাণপত্র বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক যাদব চন্দ্র শর্মা। বিকালে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার সভাপতি সবিতা দেবী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন পাঞ্জাবাড়ি পঞ্চরত্ন শতদল সাহিত্য সভার সভাপতি পরমেশ দত্ত। কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার সম্পাদক দীপাংকর রায়মেধির সম্পাদনায় অনুষ্ঠিত সভাটির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক থানেশ্বর মালাকার। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ড.হীরালাল বরা। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন অসম সাহিত্য সভার আইন উপদেষ্টা অনন্তরাম মেধি। সন্মানীয় অতিথি উপস্থিত ছিলেন অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক ড.জগদীশ পাটগিরী, প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক পদুম রাজখোয়া, প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক দেবপ্রসাদ তালুকদার, দেবজিৎ বরা এবং ড.সঞ্জীব কুমার শর্মা। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসম সাহিত্য সভার বার্তা সম্পাদক গৌতম গগৈ, রামধেনু উপ-সমিতির আহ্বায়ক অজিত প্রসাদ শর্মা এবং মাতৃভাষা উপ-সমিতির সম্পাদক হেমন্ত কলিতা। প্রকাশ্য সভায় ভূপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা সম্পাদিত কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার বার্ষিক মুখপত্র ‘কামরূপজ্যোতি’ উন্মোচন করেন অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক পদুম রাজখোয়া। শশধর ডেকা সম্পাদিত জেলা সাহিত্য সভার বার্তালোচনী ‘মহানগর বার্তা’ উন্মোচন করেন অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক ড.জগদীশ পাটগিরী। জ্যোতির্ময়ী ডেকা এবং ইভা দত্ত সম্পাদিত কবি সন্মিলন উপ-সমিতির মুখপত্র ‘কাব্য কারেং’ উন্মোচন করেন জেলা সাহিত্য সভার সভাপতি সবিতা দেবী। সভায় কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠাপক সম্পাদক ডিম্বেশ্বর পাঠককে সংবর্ধনা জানানো হয় সাহিত্য সভার তরফ থেকে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অনুবাদক ড.পরমেশ দত্তকে ‘অনুবাদ সাহিত্য পুরস্কার এবং বিশিষ্ট সাঁতারু প্রতিমা দেবী কলিতাকে কবি সন্মিলন উপ-সমিতির পুরস্কার দেওয়া হয়। অধিবেশন উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

রোশন হককে ভারত সরকারের যুব প্রতিভা শিল্পী পুরস্কার

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

প্রতিভাসম্পন্ন যুব শিল্পী রোশন হককে ভারত সরকারের উত্তর পূর্ব ক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (এনইজেডসিসি) ২০২১-২০২২ সালের যুব প্রতিভা শিল্পী পুরস্কার প্রদান করা হয় রবিবার গুয়াহাটির শিল্পগ্রামে অনুষ্ঠিত এক সভায়। এই অনুষ্ঠানটিতে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল তথা উত্তর পূর্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীলা গণেশন পুরস্কার প্রাপ্ত সব শিল্পীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রদান করেন। প্রারম্ভে উত্তর পূর্ব ক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঞ্চালক প্রসন্ন গগৈ স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপক দুলাল রায়, অসম সরকারের প্রাক্তন কমিশনার তথা সচিব স্বপ্ননীল বরুয়া, বিশিষ্টা অভিনেত্রী চেতনা দাস, সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পুরস্কারে মানপত্র, ২০ হাজার টাকার সঙ্গে অঙ্গবস্ত্র দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ছোট থেকেই বাবা যশস্বী মূকাভিনয় শিল্পী মইনুল হকের তত্ত্বাবধানে মূকাভিনয়ের আদিপাঠ গ্রহণ করেন রোশন। তিনি স্কুলে পড়াকালীনই বিভিন্ন মূকাভিনয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছিলেন। জাতীয় পর্যায়েও মূকাভিনয় পরিবেশন করেছেন তিনি।

এই অভিনয়ের মাধ্যমে প্রচুর সমাদরও পেয়েছেন তিনি। অসম সরকারের সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত নাটকেও অভিনয় করার সুযোগ পান তিনি। শিশু নাটকের একজন শিশু শিল্পী হিসাবেও সমাদৃত হয়েছেন , বিভিন্ন সময়ে বহু মূকাভিনয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করেন এবং সিসিআরটি থেকেও কণিষ্ঠ শাখায় জাতীয় জলপানি পান তিনি। কলকাতার একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ‘সোমা মাইম থিয়েটার’ রোশনকে মনের মাণিক ২০২৩ সম্মান দেয়। অসমের বহু জায়গায় এমনকি দিল্লি,ভূবনেশ্বর এবং কানাডাতেও রোশন আমন্ত্রণমূলক মূকাভিনয় প্রদর্শন করেছে। নতুন দিল্লির সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় পরিবেশন করে সমাদর লাভ করেন তিনি। উল্লেখ্য, রোশন হক মূকাভিনয় প্রশিক্ষণ প্রদানেও অংশগ্রহণ করছেন।

নব সুরুয ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ‘রহেদৈ বিহুবতী’ প্রতিযোগিতা

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

নব সুরুয ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৯ এপ্রিল সারা অসম ভিত্তিতে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘রহেদৈ বিহুবতী প্রতিযোগিতা - ২০২৪। এছাড়াও ২ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ৭ দিনের বিহুনাচ কর্মশালা। রাজ্যের অগ্রণী বেসরকারি সামাজিক সংস্থা নব সুরুয ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বেলতলাস্থিত দক্ষিণ বেলতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বনগাঁও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। এই বর্ষের রহেদৈ বিহুবতী হিসেবে জয় লাভ করা বিহুবতীকে প্রদান করা হবে নগদ ৫০,০০০ টাকা সহ অনেক আকর্ষণীয় উপহার। শ্রেষ্ঠ বিহুবতীকে প্রদান করা হবে নগদ ২৫০০০ টাকা সহ আকর্ষণীয় উপহার। প্রতিযোগিতার সন্ধ্যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা ছাড়াও নব সূরুয ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দ্বিতীয় বর্ষের জন্য আগামী ২ -৮ এপ্রিল পর্যন্ত ৭ দিনের কর্মসূচিতে বিনামূল্যে বিহু নাচ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় বিগত বর্ষের অনেক বিহু সম্রাজ্ঞী, অসমের প্রখ্যাত বিহুয়া খগেন গগৈর সঙ্গে প্রখ্যাত বিহুয়া বিহুবতীরা ২০০ এর অধিক ছাত্র-ছাত্রীকে বিহুনাচের প্রশিক্ষণ দেবেন।

কালাপাহাড় ভাস্করনগরে রঙের উৎসব হোলিতে মেতেছে কচিকাঁচারা। সোমবার গুয়াহাটিতে।

দিসপুর প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত জুবিন গার্গ

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

মঙ্গলবার দিসপুর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে অসমিয়া ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র ‘শিকার’ এবং হিন্দি ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র ‘আইরা’ এই দুটি ছবি নিয়ে মন্তব্য করেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গার্গ। উল্লেখ্য, আগামী ৪ এপ্রিল মুক্তি পাবে ‘আইরা’ এবং আগামী ২০ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে জুবিন গার্গ অভিনীত নতুন অসমিয়া চলচ্চিত্র ‘শিকার’। লন্ডনের বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে দৃশ্যগ্রহণ করা হয়েছে ‘শিকার’ চলচ্চিত্রটি তৈরি করার সময়। এদিনের সংবাদ সম্মেলনে প্রখ্যাত এই সংগীত শিল্পী ‘শিকার’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আলোকপাত করেন। সেইসঙ্গে দুটি ছবিই দর্শকদের উপভোগ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি। এই ছবিতে দর্শক তাকে একজন আদিবাসী ছেলে হিসাবে দেখতে পাবেন। তাছাড়া এই চলচ্চিত্রটি দেখে দর্শকেরা পছন্দ করবেন বলে জানান তিনি। এইবার বিহুতে গান না গেয়ে নাচবেন তিনি। এইব্যাপারে অনেক জায়গা থেকে অনুরোধ এসেছে। অনেক জায়গা থেকে সংগীত পরিবেশনের জন্যও অনুরোধ এসেছে। সেজন্য বিভিন্ন ধরনের গান গাইতে হবে। দুই তিন জন নতুন মেয়ে এবারে তাঁর সঙ্গে গান গাইবে। নতুন প্রজন্মের এইসব শিল্পীকে এবারে তাঁর সঙ্গে গান পরিবেশনে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এখন নিজের কথা আর ভেবে লাভ নেই। কারণ ৩০ বছর ধরেই কাজ করে চলেছেন বলে জানালেন তিনি। উল্লখ্য, ‘শিকার’ এবং ‘আইরা’ এই দুটি চলচ্চিত্রের প্রযোজনা করেছেন সমীন্দ্র ভট্টাচার্য। এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আরও দুটি ছবি নির্মাণের পরিকল্পনার বিষয়ে জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে আগামী দুই বছরের মধ্যে অন্য তিনটি ছবি নির্মাণের কথা এবং চিন্তা ভাবনার বিষয়েও মন্তব্য করেন তিনি।

ওদালবাক্রায় ট্র্যান্সফরমার বসানোর দাবি

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

লো ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনে ট্রান্সফরমার বসানোর দাবি বৃহত্তর গুয়াহাটির ওদালবাক্রা এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের এলাকায় বিদ্যুতের লো ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনের জন্য একটি ট্রান্সফরমার বসানোর দাবি জানিয়েছেন। ওদালবাক্রা লালগনেশের দক্ষিণ বেলতলী উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার কনজিউমারস ফেডারেশনের সভাপতি পন্ডিত সঞ্জীব নারায়ণ দাশের কাছে এই মর্মে একটি স্মারকলিপি পেশ করে বলেছেন যে তাদের এলাকায় বিদ্যুতের লো ভোল্টেজের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হচ্ছে , এমনকি এলাকায় বসবাসকারী বৃদ্ধ ও রোগীদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই এই সমস্যার নিরসনে অবিলম্বে একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বসানোর দাবি জানান তাঁরা। ফেডারেশনের সভাপতি পন্ডিত দাশ স্মারকলিপিটি মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানান তিনি।

৩১ মার্চ মহাসতী জয়মতী উৎসব গুয়াহাটিতে

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

বৃহত্তব হেঙেরাবাড়ি সতী জয়মতী উৎসব উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আগামী ৩১ মার্চ দিনব্যাপী কার্যসূচিতে ভি আই পি রোডের রুদ্রসিংহ সড়কস্থিত রাজধানী টাই আহোম কলা - সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রে মহাসতী জয়মতী উৎসব উদযাপন করা হবে । সকাল ৯ টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ৯.৩০ টায় মৈদাম তর্পণ, ১০.৩০ টা থেকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

১১ টা থেকে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে দুইটি শাখ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ‘ক’ শাখায় প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী এবং ‘খ’ শাখায় পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। দুপুরে অনুষ্ঠিত হবে প্রকাশ্য সভা। এই সভায় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন মন্ত্রী হেমপ্রভা শইকিয়া ।

বিকাল তিনটা থেকে একক এবং দলীয় শাখায় আধুনিক নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় ১৫ বছর অনুর্ধ্বের সবাই অংশ নিতে পারবে। তারপর পাঁচ টা থেকে বৃহত্তর হেঙেরাবাড়ির মহিলারা জগদীশ চন্দ্র দাসের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করবেন ‘জেরেঙার সতী’ নাটক। সন্ধ্যা ৬ টায় পুরস্কার বিতরণী সভার পর ৬.৩০ টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

উৎসব কমসূচি সুচারুভাবে উদযাপন করার জন্য সমাজসেবিকা লনিমা মহনকে সভানেত্রী, রেখা বরগোহাঁইকে কার্যকরী সভানেত্রী, রেণু বরুয়াকে সম্পাদিকা, হেমলতা চেতিয়া গগৈকে সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা, পুণ্য সন্দিকৈ বরুয়াকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই উৎসবে সকলের উপস্থিতি কামনা করেছে কমিটি।

লাচিত নগর বহাগি উৎসব সমিতির মুকলি বিহু

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

লাচিত নগর বহাগি উৎসব সমিতির উদ্যোগে বি টি কলেজ প্রাঙ্গণে ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় মুকলি বিহু হুঁচরি এবং বিহুবতী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। রানিং শিল্ড সহ নগদ ধন প্রদানের এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশ গ্রহণ ইচ্ছুক তাঁদেরকে উৎসব সমিতির সম্পাদক প্রশান্ত গগৈর সঙ্গে ৮৪৭২৯০৯০৪৩ অথবা ৯৮৬৪০-১৪৯৮১ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে উৎসব সমিতি।

নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালের উপস্থিতিতে শিল্পগ্রামে বিহুনাচ কর্মশালার সমাপ্তি

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

সমাগত রঙালি বিহু । অসমবাসীর মধ্যে রঙালির উৎসাহ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এরই এক ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে বিগত সপ্তাহ ধরে গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িস্থিত শিল্পগ্রামে। উল্লেখ্য, ডিমাপুর-এর উত্তর পূর্ব ক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং কেন্দ্র সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের নতুন দিল্লিস্থ সংগীত নাটক অকাদেমীর সহযোগিতায় ১৭ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ৮ দিনের কর্মসূচিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনুষ্ঠিত হওয়া ‘বিহুনাচ, বিহুনাম এবং বিহু ঢোল’-এর কর্মশালা ২৪ মার্চ সন্ধ্যা ৮ টায় সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

সংগীত নাটক অকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত বিহুগুরু তথা এন.ই.জেড.সি.সি.-এর ডিরেক্টর ড.প্রসন্ন গগৈর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় রাজ্যের ১০ জন বিহুনাচ, নাম এবং ঢোল-এর প্রতিভাশালী বিশিষ্ট শিল্পীরা প্রশিক্ষক হিসেবে এবং ১২ জন যুব শিল্পী সহ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১৫৪৫ জন প্রশিক্ষার্থী উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। শিল্পগ্রামে কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল তথা এন.ই.জেড.সি.সি.র অধ্যক্ষ লা.গনেশণ। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিক স্বপ্ননীল বরুয়া, অকাদেমি রত্ন দুলাল রায় এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী চেতনা দাস। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানে ৫ সহস্রাধিক ব্যক্তির উপস্থিত পরিলক্ষিত হয়।

গানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচারের অভিনব পদক্ষেপ ‘দ্য হার্ট, সহৃদয় গোষ্ঠী’র

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ২৬ মার্চ

সাধারণ মানুষকে সংগীতের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন করার এক অভিনব কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, রাজ্যের প্রথমশ্রেণির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘দ্য হার্ট, সহৃদয় গোষ্ঠী’র সভাপতি চন্দন মোদক। এর অংশস্বরূপ তাঁর কথা, পরিকল্পনা এবং কণ্ঠে বাণীবদ্ধ ‘গ্যাস হোয়া নাই’ শীর্ষক গানটির শুভমুক্তি হয় মঙ্গলবার। উল্লেখ্য, এই গানটির শুভমুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন অনুরাগীর হার্টথ্রব খ্যাত শিল্পী জুবিন গার্গ, বিশিষ্ট মনরোগ বিশেষজ্ঞ দ্বীপেশ ভাগবতী, বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক মানস হাজরিকা এবং জনপ্রিয় বংশীবাদক দীপক শর্মা। দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে ব্যতিক্রমী গানটির শুভমুক্তির পর জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ জানিয়েছেন, চিকিৎসা পরিষেবার সমান্তরালভাবে সংগীত সাধনায়ও ব্রতী হয়ে রয়েছেন চন্দন মোদক। তাঁর চিন্তাধারা সবসময়ই ভালো বলে মন্তব্য করেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ‘গ্যাস হোয়া নাই’ শীর্ষক গানটি। মানুষকে গানের মাধ্যমে শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন করার এ এক সুন্দর পদক্ষেপ বলে জানান তিনি। এভাবেই বিশিষ্ট মনরোগ বিশেষজ্ঞ দ্বীপেশ ভাগবতী, ‘দ্য হার্ট, সহৃদয় গোষ্ঠী’র সভাপতি চন্দন মোদকের এই পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করে এটি অসমের চিকিৎসা এবং সংগীতের জগতের এক নতুন সংযোজন বলে অভিহিত করেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক মানস হাজরিকা জানিয়েছেন, এই গানটির রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর একদিন নিজেরই গ্যাস হয়েছে বলে অনুভুত হয়। সন্দেহ হওয়ায় মোদককে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন তিনি। তিনি তৎক্ষণাৎ সংগীত পরিচালককে ডেকে পাঠান। তখনই তাঁর চেম্বারে পৌঁছালে রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন। ঠিকঠাক চিকিৎসা করায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন তিনি। সেজন্য এই গানটি বহু মানুষের উপকার করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। জনপ্রিয় বংশীবাদক দীপক শর্মাও ‘গ্যাস হোয়া নাই’ গানটি চিকিৎসা এবং সংগীত উভয় ক্ষেত্রের জন্য এক নতুন সম্পদ বলে উল্লেখ করেন।

এই ব্যাপারে চন্দন মোদক আরও জানিয়েছেন, ‘দ্য হার্ট সহৃদয় গোষ্ঠী’র দ্য হার্ট এন্টারটেইনমেন্ট ইউ টিউব চ্যানেল টির মাধ্যমে গান দিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বহুদিন আগেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেজন্যই এই গানটি সম্পূর্ণ করার পর জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ, বিশিষ্ঠ মনরোগ বিশেষজ্ঞ দীপেশ ভাগবতী, বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক মানস হাজরিকা এবং জনপ্রিয় বংশীবাদক দীপক শর্মার হাতে গানটির মুক্তি পাওয়া এক পরম সৌভাগ্যের কথা। আজকাল মানুষ গ্যাস অসুখটা নিজে নিশ্চিত করে এবং ফার্মাসি থেকে নিজে ওষূধ কিনে খায়। কিন্তু এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ংকর ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে। কারণ হৃদরোগ এবং অন্য রোগগুলোও শরীরে গ্যাসের মতই ক্রিয়া করে। সেজন্য এই পরিস্থিতিতে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে রোগীর চিকিৎসকের কাছে গিয়ে ইসিজি এবং অন্যান্য পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরেই ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন। এটা বোঝাতে গিয়েই গানের সাহায্য নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। এইক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যও প্রার্থনা করেন তিনি। উল্লেখ্য, ‘গ্যাস হোয়া নাই’ গানটির সংগীত পরিচালনা এবং সুর প্রদান করেছেন চন্দন মোদক নিজে। এখানে সংগীত ব্যবস্থাপনা এবং গিটার বাদন করেন শান্তনু বরুয়া। মিক্স এবং মাস্টারিং ভূপেশ শইকিয়ার। ড্রাম এবং পিয়ানো বাজিয়েছেন দীপক দাস। ভয়েস টিউন করেছেন নিতাই এবং নিন্টু। অভিনয় করেছেন শুভ্রচন্দন মোদক, নিরঞ্জন মোদক, প্রণবকুমার বর্মন, অবিনাশ পাটোয়ারি, দিব্যজ্যোতি বরা, জয়ন্ত বর্মন, উৎপল কলিতা প্রমুখ। উল্লেখ্য, ‘দ্য হার্ট’ প্রযোজিত গানটির বাণীবন্ধন এবং দৃশ্য সম্পাদনা করা হয়েছে ‘তাল-মান’ স্টুডিওতে।

হোলি খেলায় মত্ত খুদেরা। সোমবার গুয়াহাটি।